মহাকাশ বিজ্ঞানী ড. এ এম চৌধুরীর মৃত্যুতে বিসিসিতে স্মরণসভা ও দো'য়া মাহফিলের আয়োজন

বিশিষ্ট মহাকাশ বিজ্ঞানী আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের (স্পারসো) সাবেক চেয়ারম্যান ও বিসিসির সাবেক নির্বাহী পরিচালক ড. এ এম চৌধুরী গত ১৯ মে ২০২২ খ্রি. তারিখে পরলোকগমন করেন। তাঁর স্মরণে ২৫ মে ২০২২ খ্রি. তারিখ অপরাহ্নে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এর সভাকক্ষে এক স্মরণসভা ও দো'য়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিসিসির নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পিএএ (গ্রেড-১), বিসিসির সদস্য (সক্ষমতা উন্নয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন) (অতিরিক্ত সচিব) জনাব রণজিৎ কুমারসহ বিসিসির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সত্তরের দশক থেকে নিরন্তর গবেষণার মাধ্যমে দেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগ সম্পর্কিত পূর্বাভাস ও দেশকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষায় অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের সাবেক এই চেয়ারম্যান ১৯৯৮ সালে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হন।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণ এ গুণী ব্যক্তি ও বিজ্ঞানীর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। সাদাসিধে সাদামনের এই গুণী ব্যক্তি বিসিসিতে থাকাকালীন সময়ে দপ্তরে দীর্ঘসময় নিরলসভাবে কাজ করতেন। কখনো কোন কাজে তাঁকে বিরক্তবোধ হতে দেখা যায়নি। বিসিসির পথচলার প্রথম দিকে তাঁর মত গুণীব্যক্তির সান্নিধ্যে আসতে পেয়ে কর্মকর্তাগণ নিজদেরকে ধন্য মনে করেন। দাপ্তরিক কাজের বাহিরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত খোঁজ খরর রাখতেন। কর্মকর্তারা তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

ড. এ এম চৌধুরী তাঁর সময়কালে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাবোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম হয়েছিলেন - ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট উভয় পর্যায়ে। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে অধ্যয়ন করেন। সেখানেও তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। ঢা.বি-র কালিনারায়ণ স্কলারও ছিলেন তিনি। এরপর ইংল্যান্ড থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক আব্দুস সালামের সাথে কাজ করেছেন এই গুণীজন। গাণিতিক পদ্ধতিতে দুর্যোগের পূর্বাভাস নিয়ে তিনি দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন। তাঁর স্পেশালাইজেশন ছিল স্পেস সাইন্সে। আবহাওয়া বিজ্ঞানে তাঁর বহু গবেষণা ছিল। এক্ষেত্রে "Rose-Petal Theory' নামে তাঁর একটি থিওরি সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। তাঁর মূল কর্মক্ষেত্র ছিল মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র (স্পারসো)। তিনি সেখানে থাকাকালীন দেশের কল্যাণে নিরন্তর গবেষণা করে গেছেন। ১৯৯৮ সালে বন্যার আগাম পূর্বাভাস করেছিলেন তিনি যা ছিল একটি “Deterministic Forecast"। ঐ বছর বন্যা কখন হবে, কোন কোন এলাকা প্লাবিত হবে, কি পরিমাণ ফসলের ক্ষতি হবে, এবং এসব ক্ষতি থেকে উত্তরণে দেশের কি ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন সবই তিনি ঐ গবেষণায় তুলে এনেছিলেন। এ পূর্বাভাস তিনি সরকারের উচ্চ পর্যায়ে জানিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল দেশকে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করা।

স্পারসো থেকে অবসর গ্রহণের পর সরকার তাঁকে বিসিসির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। আলোচনায় বিসিসির পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন) জানান, তাঁর সাথে কাজ করতে গিয়ে তাঁকে জানার সুযোগ হয়। তিনি খুব অমায়িক, প্রচারবিমুখ এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ও অসাধারণ সব অর্জন থাকলেও তিনি ছিলেন নিরঅহংকার এবং কখনো তাঁর সাফল্য বা অর্জন সম্পর্কে তাঁর নিজমুখে কোন কথা শোনা যেতো না। তাঁর গুণগ্রাহীরাই তাঁর এবং তাঁর অর্জন সম্পর্কে বলতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন দুই ছেলে ও এক কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর বড় ছেলে অনীর চৌধুরী দীর্ঘদিন ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণে কাজ করে যাচ্ছেন। আরেক ছেলে মৃদুল চৌধুরী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান MPower-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং গবেষণাধর্মী বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত।

পরিশেষে বিসিসির নির্বাহী পরিচালক বলেন, এই গুণী ব্যক্তিকে নিয়ে যতবেশি স্মৃতিচারণ করা হবে, ততই আমরা সমৃদ্ধ হব। তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

পরিশেষে মহান এই গুণীব্যক্তির আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।